অপ্রয়োজন
অনিন্দিতা গুপ্তরায়

তুমি কার কতটুকু—এ সমস্ত কথা কিছু জরুরি তো
নয়। শাবক গন্ধ চিনে যে পাখিটি ঘরমুখি তার কোনও
ব্যাকরণ নেই। ঘর বা গোধূলির মতো শব্দের দায়ভার নেই?
সে যে পাখি— সেইটুকু না জেনেই দু-ডানায় সন্ধ্যা আসীন।
তবুও অর্থহীন অবিন্যস্ত উড়ো চুলে হঠাৎ বিভ্রম। জ্যামিতিক
বুননের গোছানো হাসিতে চমকেরা। একলা ঠুমরীর সুরে
অবনত ছায়াদের ঋজু হয়ে -ওঠা। নেটওয়ার্ক বর্জিত অবসর
ছুঁয়ে ওই ফিরে গেল বুনো মথ, প্রণয়ী হরিণ। গলা থেকে
নেমে যায় বিষজল। সমস্ত অপ্রয়োজন যতদূর ততদূর
জাতীয়সড়ক। পাশে পাশে ডুগডুগি হাতে বাঁদরওয়ালা, একা।

মই
বিজয় দে

মনস্কামনা কুটিরের ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে
কতগুলো মই। লাল মই নীল মই সবুজ মই কমলা মই, বেগুনী ইত্যাদি। এমনকি
গেরুয়া রঙেরও একটি মই আছে দেখলাম। একেবারে মই মেলা আর কি!
কেউ উঠছে কেউ নামছে। এই ধরো রঘুপতি উঠল তো আরেকটি মই বেয়ে
রাঘব নামল। ঘর জুড়ে ঈশ্বর আল্লা ভগবানে ভগবানে থইথই।
কোথাও কেন্দ্র নামছে, তো রাজ্য উঠছে। কোথাও শহর নামছে। এত ধর্ম
এত জিরাফ অন্য কোনও কুটিরে আছে কিনা সন্দেহ। যাই হোক বিহ্বল হয়ে
কুটির থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছি, তখন দেখি একটা সাদাকালো ডোরাকাটা
মই কুটিরে ঢুকছে। আমাকে দেখে বলল যে যতই ওঠানামা করুক
না কেন, যেসব মই এখনও আকাশ ছুঁতে পারেনি, তাদের এক্ষুনি
বিদায় করব, এক্ষুনি...”

মন তুমি স্থির হও। কামনা একটু বসুক, ওকে চা দাও। হে কতদিনের কুটির, তোমার
ভেতরে আজ বড়ো কাটা-দৃশ্যের ভিড়

বৃষ্টি পতনের কথা...
বিদিশা বিশ্বাস

১
তোর ছিল নদীর ওপর বাড়ি
আমার পায়ে ধরেই ছলাৎ ছল
দু-পা যেতেই ভিজে গেল শাড়ি
আজকে শুধু মন কেমনের গল্প বল

চোখের পাতায় মেঘ করব ভারী
দুপুর যেতেই বৃষ্টি নামল জোরে
পথের ধারে পড়ল যত বাড়ি
ভিজল তারা বেহুঁস জ্বরের ঘোরে

বৃষ্টি থেমে রোদ উঠল যেই
রোদ নয়তো! ঝড়ের গন্ধ ওঠা
কথার মাঝে হারিয়ে গেল খেই
ঝরে গেল শিউলি সদ্য ফোটা

মনকেমনের গল্প আজও বাকি
পারলে আমায় আবার ভালোবাস
এখন আমি মেঘের কোলে থাকি
বৃষ্টি পড়ে এখানেও বারো মাস

৩.
বৃষ্টি এখন বড্ডো জোরে
নামতে নামতে ঠোঁটের কাছে
মনকেমনের ধুলোবালি
রাখা ছিল বইয়ের ভাঁজে

যেসব কথা ধার করেছি
বৃষ্টি-ভেজা গাছের কাছে
সেটুকুও রাখা ছিল
ধুলোমাখা বইয়ের ভাঁজে

সবাই বুঝুক বাইরে থেকে
ভিতরখানি উহ্য থাক
তাদের বুঝুক মনকেমন
আর পাতায় পাতায় জলের দাগ